দৈনিক খবর

তারিখ 05 JAN 1988

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

C19

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও এর ব্যবহার বিধি

।। মোহাম্মদ নান্না মিয়া ।।

(গ্রন্থাগার সহকারী ঃ বাণিজ্য অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। যেখান থেকে শিক্ষার্থীগণ বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করে দেশের ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তৎপর হয়ে উঠেন। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মানও তদরূপ তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো একাডেমিক লাইব্রেরী হিসেবে গণ্য। তবে এর লক্ষ্যমাত্রা প্রসারিত করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় নিয়ম-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রেখে সামগ্রিক অগ্রগতির পথে পরিধাবিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সব অনুষদ ও বিভাগে রয়েছে একটি করে গ্রন্থাগার ও সেমিনার লাইব্রেরী। এর উন্নয়নের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা নেয়াও অনস্বিকার্য।

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞানার্জনের স্নায়ুকেন্দ্র। যেখান থেকে আমরণ জ্ঞানার্জন করে নিজেকে তথা দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। এরূপ সামাজিক জ্ঞানধারক প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান বই-পুস্তক এবং গ্রন্থাগার সামগ্রীর প্রকৃত উপযোগ করাও দেশের সকল শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। একটা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের নানা বিষয়ের হাজার রকমের বই-পুস্তক ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে অনেক পাঠকই সচেতন নয়। পাঠকবর্গ গ্রন্থাগারে আসে তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাংখিত সমাধান পেতে। কিন্তু শতকরা দশজন লোকও সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, কলাকৌশলগতভাবে রক্ষিত হাজার পাঠ্য দ্রব্যের মধ্যে হতে নিজের দরকারী বইটি বের করার নিয়ম জানে না বাইর করতে পারে না। এর ফলে একেবারে নিরাশ হয়ে তারা বাসায় বা ঘরে ফিরে যায়। তাই পাঠক, শিক্ষার্থী বা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যর্বহারের (বর্তমান প্রচলন) সহজ-সরল নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে কিছুটা নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) গ্রন্থাগারে যাওয়ার প্রস্তুতিকরণ ঃ গ্রন্থাগারে বই-পুস্তক পড়তে যাওয়ার পূর্বেই মনে করতে হবে যে, গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য গ্রন্থাগার কার্ড সাথে নিতে হবে এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় নোট খাতা, কাগজ, পেন্সিল, কলম ইত্যাদিও থাকা দরকার। নতুবা ঐ সকল জিনিসের কোন একটির অভাব হলে কোন না কোন অসুবিধাও হতে পারে।

(২) গ্রন্থাগারে প্রবেশকরণ ঃ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার পূর্বেই যদি হাতে ব্যাগ, বই বা অন্য কোন বস্তু থাকে তাহলে তাহা গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যেতে হবে এবং ঐ সকল জিনিসের ডকুমেন্ট হিসেবে টোকেন নিতে হবে।

(৩) প্রবেশ করার পর ঃ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার পর কোন্ কোন্ বিষয়ের কি বই পড়বেন তাহা স্থির করতে হবে এবং গ্রন্থাগারের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত ক্যাটালগ কার্ড ক্যাবিনেট বা ট্রে হতে ক্যাটালগ দেখে ঐ বিষয়ের বইয়ের কল নম্বর বা ডাক সংখ্যা জেনে নিতে হবে।

(৪) বই ইস্যুকরণ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারের দু'টি শাখায় দু'ভাবে বই ইস্যু করা হয়। একটি হল সাধারণ শাখা অপরটি হচ্ছে সেমিনার শাখা।

(ক) সেমিনার শাখা ঃ এই শাখা হতে শিক্ষার্থীদেরকে বাসায় বই পুস্তক লোন দেয়া হয়ে থাকে। এর জন্য একটি হলুদ রংয়ের কার্ড অর্থাৎ সেমিনার কার্ড করতে হয়। এই কার্ডের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে সেমিনার শাখা হতে যে কোন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় পুস্তক ১৪ দিনের জন্য সময়ের মধ্যে বই ফেরৎ দিয়ে আবার অন্য বইও নিতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ না দিলে নির্ধারিত হারে জরিমানা দেয়ার নিয়মও চালু আছে। (খ) সাধারণ শাখা ঃ এই শাখায় শিক্ষার্থীগণ শুধু বই নিয়ে পাঠ কক্ষে পড়তে পারেন। এখান থেকে বই ইস্যু করার নিয়ম হল প্রথমে একটি স্লিপে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, বইয়ের কল নম্বর বা ডাক সংখ্যা শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণী, রোল, বর্ষ, হল ইত্যাদি নাম লিখতে হয় এবং বইয়ের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীর নিকট স্লিপখানাসহ নিজ নামের গ্রন্থাগার কার্ডটিও সাথে জমা দিতে হবে। তারপর গ্রন্থাগার কর্মী ঐ স্লিপ অনুসারে বই পুস্তক সরবরাহ করে থাকেন। তবে বই-পুস্তক নেয়ার সময় অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, বইয়ের কোন অংশ বা কোন পৃষ্ঠা ছেঁড়া বা কোন পার্শ্ব টিকা আছে কি-না, যদি থাকে, তাহলে যখন তখন গ্রন্থাগার কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। নতুবা বইয়ের এ সকল দোষ ত্রুটির জন্য পাঠককেই দায়ী থাকতে হবে।

(৫) বইয়ের ব্যবহার ঃ এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একটি বই হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সমস্যার নিরসন করে থাকে। তাই বই পড়ার সময় বইয়ের ভিতর কোন পৃষ্ঠায় দাগ দেয়া উচিত নয় এবং কোন রকমই যেন বইয়ের পৃষ্ঠা ছেঁড়া না যায়। সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে করে আগামীতে এ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারেরা উক্ত মূল্যবান বই-পুস্তকের উপযোগ করে দেশ ও দশের খেদমতে আত্ম নিয়োগ করতে পারে।

(৬) সাময়িকীর ব্যবহার ঃ সাময়িকী ব্যবহারের জন্য সাময়িকী শাখায় যেতে হবে। এখানের বৈশিষ্ট্য হল ওপেন শেলফে সাময়িকী সাজানো থাকে। সেখানে গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে গ্রন্থাগার কার্ড বা পরিচয়পত্র জমা দিয়ে ডাক সংখ্যানুযায়ী শেলফ থেকে দরকারী সাময়িকী বের করে নিয়ে পড়তে পারেন এবং পড়া বা নোট করা শেষ হলে টেবিলের উপরই উহা রেখে আপনার কার্ড ফেরৎ নিয়ে যাবেন।

(৭) গ্রন্থাগার ত্যাগকরণ ঃ গ্রন্থাগারের বই-পুস্তক, সাময়িকী ব্যবহারের পর যখন গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে ফেরৎ দিয়ে আপনার জমা দেয়া গ্রন্থাগার কার্ডটি নিয়ে যাবেন এবং তদসংগে টোকেন কাউন্টারে জমা রাখা আপনার অন্যান্য জিনিসপত্রও মনে করে নিয়ে যেতে হবে।

(৮) আডভিজুয়াল জিনিসপত্র ব্যবহারকরণ ঃ ইহা ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট শাখায় গিয়ে পরিচয়পত্র জমা দিয়ে কর্মরত গ্রন্থঃকর্মীর সাহায্য নিতে হবে।

(৯) জিরোক্স করতে হলে ঃ কোন বই দুষ্প্রাপ্য হলে বা বইয়ের স্বল্প কিছু অংশ প্রয়োজন হলে জিরোক্স করার জন্য গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট শাখায় যেতে হবে। এবং সেখানের নির্ধারিত ফরম নিয়ে যথাযথ পূরণ করে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি স্বাক্ষর নিতে হবে। তার পর পৃষ্ঠা অনুসারে নির্ধারিত মূল্য ঐ শাখায় জমা দিয়ে একখানা রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। তার পর নির্দিষ্ট তারিখ অনুসারে গিয়ে সেখান থেকে ঐ কপিগুলো সংগ্রহ করা যাবে।

(১০) অনুষদ গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়ম ঃ এই গ্রন্থাগার শুধু নির্দিষ্ট অনুষদের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণই ব্যবহার করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার কার্ড করতে হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিভাগ ভিত্তিক বড় বাইণ্ডিং খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করা থাকে। যখন যে

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৬-এর পাতার পর

বইয়ের প্রয়োজন হয় তখন তারা ঐ খাতায় ইস্যু করে বাসায় বই নিয়ে যেতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বই ইস্যু করার জন্য একটি নির্দিষ্ট খাতা আছে। গ্রন্থাগার কার্ড জমা দিয়ে ঐ খাতায় প্রয়োজনীয় বই ইস্যু করে পাঠ কক্ষে পড়তে পারেন। কিন্তু বাসায় নিতে পারে না। তবে আবার কোনটিতে বই লোন দেয়া হয়ে থাকে।

(১১) সেমিনার লাইব্রেরী ঃ এই লাইব্রেরীর নিয়ম-কানুন অনুষদ লাইব্রেরীর অনুরূপ, তবে কোন কোন লাইব্রেরীতে সাত দিনের জন্য বই-পুস্তক লোন দেয়া হয়ে থাকে। এবং এর জন্য নির্দিষ্ট হারে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে একটা বার্ষিক সেমিনারে ফি নেয়া হয়।

(১২) ইন্সিটিটিউটের গ্রন্থাগার ও হল লাইব্রেরী ঃ এই লাইব্রেরী নিজ নিজ ইন্সিটিটিউশন এবং হলের শিক্ষার্থীগণই ব্যবহার করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নিয়ম মাফিক বই-পুস্তক ও লোন দেয়া হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাথে সাথে এ কথা সকল শিক্ষার্থী ও জ্ঞান পিপাসুদের প্রতিজ্ঞা করে নিতে হবে যে, গ্রন্থাগারে প্রবেশকালে সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন এবং গ্রন্থাগারের সেবায় নিয়োজিত সকল গ্রন্থাগার কর্মী ভাইদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন। কারণ তারা আপনাদের খেদমতেই সদার্সবদা প্রস্তুত রয়েছেন। এতে গ্রন্থাগারের যেমন মান উন্নয়ন হবে, অপরদিকে শিক্ষার্থী তথা ভবিষ্যৎ বংশধরগণ পাবে সাদর আমন্ত্রণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহৃদয় মনোবল নিয়ে গ্রন্থাগার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবেন। এতে করে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।